বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস

১৭ মে, সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস- ২০১৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এর ১৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে **"ICTs and Improving Road Safety"**

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার উষালগ্নে শস্য-শ্যামল এ মায়াময় দেশকে সোনার মানুষে ভরা সোনার বাংলা হিসেবে গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন। এ অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চালনের স্বার্থে তিনি দেশের অবহেলিত জনপদ দূর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন একটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগের এক সুদূরপ্রসারী ভিত্তি রচিত হয়।

১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ITU এর সদস্যপদ লাভ করে। অতঃপর দীর্ঘ সময় পরিক্রমণের পর বঙ্গবন্ধু-কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপে বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় ২০১১-২০১৪ মেয়াদে কাউন্সিল সদস্যপদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে।

১৮৬৫ সালের ১৭ মে International Telecommunication Union (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ সম্মেলন অনুষ্ঠানের নিদর্শনস্বরূপ ১৯৬৯ সালের ১৭ মে হতে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে নভেম্বর, ২০০৬ ITU সম্মেলনে দিবসটিকে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হল ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, ICTs, অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন দেশের জনগণকে সচেতন করে তোলা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেকারত্ব দূর করা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের ব্যবধান কমানো, ধনী-দরীদ্র জনগোষ্ঠীর বৈষম্য দূর করা, নারী-পুরুষের মধ্যে Digital Divide কমানো এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন ট্রাফিক সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস- ২০১৩ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ICTs এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ ও উন্নত জীবন গড়া। এ বিষয়ে ITU কাউন্সিলের প্রস্তাব, সড়ক নিরাপত্তায় ICTs এর ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা। তাই ICTs ভিত্তিক সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অত্যাবশক। এজন্য সড়ক নিরাপত্তায় ICTs এর ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপনের জন্য ITU সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

নিরাপদ সড়ক ব্যবহারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১১-২০২০ মেয়াদের জন্য Decade of Actions for road safety উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর সাথে সঙ্গতি রেখে সড়ক ব্যবস্থা, বিশেষ করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সড়ক নিরাপত্তায় ICTs এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "ICTs and improving road safety" নির্ধারণ করা হয়েছে। United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবছর ১.৩ মিলিয়ন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে এবং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করে। যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের Accident Research Center (ARC) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ লোক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে এবং প্রায় ৩৫,০০০ লোক আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করে। উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনাগুলোর বেশীরভাগই সংঘটিত হয় মহাসড়কে।

ITU বিশ্বব্যাপী ICTs ভিত্তিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটারাইজড গাড়ি, অটোমেশন টেকনোলজি, কার-রাডারসহ অত্যাধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য জনগণকে সচেতন করে তুলছে। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ICTs এর ব্যবহার সম্পর্কে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সময়োপযোগী। সারা বিশ্বের মানুষের সড়ক দুর্ঘটনাজনিত বিষয় সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করতে এ উদ্যোগটি বিশেষ অবদান রাখবে।

বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ:

নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের জন্য বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব নানামুখী সংস্কার ও উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য অবিরত কাজ করে যাচ্ছে।

দ্রুত যোগাযোগের জন্য মানুষকে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সড়ক যোগাযোগে রয়েছে নানা রকম অব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবন্ধকতা। সংকীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী সড়ক, দূর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণবিহীন ড্রাইভার দ্বারা গাড়ী চালানো এবং সর্বোপরী আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সরঞ্জাম গাড়ীতে না থাকায় সড়ক নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তায় ICTs এর ব্যবহার শুধুমাত্র দুর্ঘটনার-ই প্রতিকার করে না বরং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশে উদ্যোগঃ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস-২০১৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান - বিটিআরসি, বিটিসিএল, টেলিটক, সাবমেরিন ক্যাবল, টেশিস, ক্যাবল শিল্প সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী মোবাইল অপারেটরসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১৭ মে, ২০১৩ উদ্‌যাপনের জন্য সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আইটি বিশেষজ্ঞসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস - ২০১৩ অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও সফলভাবে পালন করছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠানটি সফল করার মাধ্যমে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করবে। তাই সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও সড়ক নিরাপত্তায় ICTs এর ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস-২০১৩ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "ICTs and improving road safety" বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
১৭ মে ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'World Telecommunication and information Society Day-2013' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে প্রধান মাধ্যম হলো তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার। আমি আশা করি দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির সেবা দেশের সকল অঞ্চল ও সব শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তায় তথ্য প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে সমাজ দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ICTs and Improving Road Safety' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর অর্থবহ অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

আমি 'World Telecommunication and information Society Day-2013' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

এডভোকেট সাহারা খাতুন
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

১৭ মে "World Telecommunication and information Society day" বা "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশে এবারও বিস্তারিত কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে। দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে আমি সাভার ট্রাজেডিতে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি- নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি- আহতদের সুস্থতা কামনা করছি।

আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৯৬৯ সালের ১৭ মে থেকে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। তবে ১৯৭৩ সাল থেকে দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপনের প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৭ মে কে "World Information Society Day" হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০৬ সালে ITU ১৭ মে তারিখটি "World Telecommunication and Information Society Day" হিসেবে যৌথভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই দিবসটির লক্ষ্য।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য "ICTs and inproving road safety" বা "তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন"। United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) এর হিসেব মতে সড়ক দুর্ঘটনায় পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৩ লাখ মানুষ মৃত্যু বরণ করছে এবং ২ থেকে ৫ কোটি মানুষ আহত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৫১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে গাড়ী চালানোর সময় চালক অথবা রাস্তা পারাপারের সময় পথচারিরা মোবাইল ফোনে কথা বলতে থাকেন কিংবা এসএমএস প্রেরণ অথবা মোবাইল ডিভাইস নিয়ে মগ্ন থাকেন, যা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম একটি প্রধান কারণ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। বছর দেড়েক আগে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামে একটি স্কুলে ছাত্র বহনকারি ট্রাক দুর্ঘটনায় কবলিত হয়। সে দুর্ঘটনায় অসংখ্য জীবন হানির কারণটি ছিল চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা। কাজেই গাড়ী চালানোর সময় কোন অবস্থাতেই মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। চালকদের সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে লাগসই জাতীয় নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি মুঠোফোনের পরিবর্তে যানবাহনে ব্যবহারোপযোগী মোবাইল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা কমবে বলে আমার বিশ্বাস। এসবের পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও আইসিটি প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। সবদিক বিবেচনায় এ বছরের টেলিযোগাযোগ দিবসের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন নির্ধারিত প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আসুন, সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্ক হই, গাড়ী চালানোর সময় কিংবা রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকি এবং অপরকে বিরত রাখতে উৎসাহিত করি এবং ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলি। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি দুর্ঘটনা হ্রাসে যদি সামান্য অবদানও আমরা রাখতে পারি একটি জীবনকেও যদি সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্ঘটনার অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারি তবেই বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের এবারের প্রয়াস সফল হবে। আমি মনে করি কেবল একটি নয় প্রতিটি দিন এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আমাদের সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি চালাতে হবে। আইসিটির আশির্বাদ যেন অভিশাপ হয়ে কান্নায় অনুরণিত না হয়। মোবাইল ব্যবহারে আসুন আমরা সতর্ক হই, অন্যকে সতর্ক করি-ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের চলমান সংগ্রাম বাস্তবায়নের মাধমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি-ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করি। এ আমার প্রত্যাশা।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩ সফল হোক- স্বার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
১৭ মে ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭ মে ২০১৩ 'World Telecommunication and Information Society Day' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সকল প্রান্তে টেলিযোগাযোগসহ সব ধরনের আধুনিক তথ্য- প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার গত চার বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এরফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার পথে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'ICTS and improving road safety' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের সকল প্রান্তের সুসম উন্নয়নে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও সচেতন ও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি 'World Telecommunication and Information Society Day-2013' পালনের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও অবহিত হবেন। এর সুফল ভোগ করবেন।

আমি দিবসটি পালন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বৎসর ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ১৮৬৫ সালের এ দিনে প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে International Telecommunication Union (ITU) এর প্রতিষ্ঠা হয়। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বৎসর ITU এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিনটিকে উদ্‌যাপন করে থাকে। দিবসটির এবারে প্রতিপাদ্য হলো "ICTs and Improving Road Safety"। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দিনটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে "ডিজিটাল বাংলাদেশ"। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সুযোগের সমতা সৃষ্টি, ডিজিটাল ব্যবধান হ্রাস ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দ্রুত ও সহজভাবে সরকারী সেবা প্রদান, জনজীবন ব্যবস্থাপনাসহ সরকারী কাজ কর্মের প্রতিটি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্যটি সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে এনেছে।

দেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা পুলিশের হিসেব অনুযায়ী ৪,০০০ জন হলেও ধারণা করা হয় প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ জন। সড়ক দুর্ঘটনার বাৎসরিক আর্থ-সামাজিক প্রভাব জিডিপি এর প্রায় ২%। স্থানীয় সড়কসমূহে ও মহাসড়কে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু করা সম্ভব হলে তা শুধু দুর্ঘটনাই রোধ করবে না বরং চলাচলের সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন সড়ক ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় যে ক্ষেত্রসমূহে পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে- জাতীয় নীতিমালাসমূহে সড়ক নিরাপত্তায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করণ, Intelligent Transport System (ITS) গড়ে তোলা, চলাচলের সময় সড়ক ব্যবহারকারীগণ কারিগরি যে সকল কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হন তা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, Automotive Radar এর জন্য 79 GHz Frequency Band এর ব্যবস্থাপনা এবং বাহনসমূহে নিরাপদ User Interface তৈরী ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করণ।

আমাদের প্রত্যাশা, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস -২০১৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী নীতিনির্ধারক, জন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং জনগণের মধ্যে সড়ক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াবে। আমি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস -২০১৩ উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বাণী

আজ ১৭ মে ২০১৩ খ্রিঃ সারা বিশ্বে "World Telecommunication and Information Society Day" পালিত হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালনের ক্ষেত্রে বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

International Telecommunication Union (ITU) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য "ICTs AND IMPROVING ROAD SAFETY" অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব করার আর সুযোগ নেই। বিটিআরসি নিজেও এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট তৎপর। ইতোমধ্যে 'Vehicle Tracking' লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা চলাচলরত যানবাহনের নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে যেখানে বিটিআরসি'র ভূমিকা রয়েছে (যেমন তরঙ্গ বরাদ্দ, নীতিমালা বা নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি) সে সব ক্ষেত্রেও বিটিআরসি আন্তরিক ভাবে তৎপর রয়েছে। এবারে World Telecommunication and Information Society Day পালনের প্রেক্ষাপটে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে এ সেক্টরের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে নানাবিধ মডেল ও প্রস্তাব উত্থাপিত হবে- সে সবের সফল বাস্তবায়নে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। Intellingent Transport Systems এর প্রচলন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এতে শুধু সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে না বরং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম্‌স এরও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আনন্দের বিষয় যে, ITU নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রমিতকরণের (Standardisation) কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক সুবিধাদি যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। টেলিযোগাযোগ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানো, আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন নিশ্চিত করা, তথ্য ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে আইটি শিল্পের বিকাশ ও তরুণ-তরুণীদের জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থান তৈরী করতে কল সেন্টার চালু এবং এর বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিটিআরসি সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ সেক্টরে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবির্ভূত হচ্ছে। দেশের জনগণকে এসব সুবিধা দিতে বিটিআরসি প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সেবার অনুমতি প্রদান করছে, ফলে দেশে প্রায় সব ধরণের টেলিযোগাযোগ সেবা দ্রুততর ও সহজলভ্য হয়ে উঠছে।

World Telecommunication and Information Society Day-2013 এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে দিনব্যাপী যে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে তা বর্তমান সরকারের ঘোষিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি দিবসটি পালন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

সুনীল কান্তি বোস

Secretary-General
ITU

Message

ICTs and Improving Road Safety

ITU Secretary-General the theme for World Telecommunication and Information Society Day 2013 is "ICTs and improving road safety".

ICTs play a catalytic role in creating opportunities for people in every walk of life. Today, even as we take to the streets in our vehicles, we have the tools at our fingertips to communicate across the world, navigate through dense traffic and find our way in unfamiliar terrain. At the same time we can choose from a host of entertainment options, be it music, radio, television or social media.

While these technologies are becoming increasingly ubiquitous, we must ensure that we use them responsibly and with caution, especially while driving, in order to avoid accidents and injury.

Road traffic safety is a global concern for public health and injury prevention. Every year, 1.3 million people die in traffic related accidents and another 20-50 million people are injured mainly in developing countries around the world. As a result, Governments and individuals suffer an estimated USD 518 billion in global economic loss.

Driver distraction and road-user behaviour, such as "text messaging" and interfacing with in-vehicle navigation or communication systems while driving, are among the leading contributors to road traffic fatalities and injuries.

My message is clear: Don't be distracted by technology when driving, whether calling from your mobile phone, or setting the navigation system. Sending a text message or tweeting while driving is extremely dangerous and should be avoided at all cost.

At the same time, I call upon our Member States and industry partners to promote the use of safe interfaces and hands-free devices in vehicles and take action to eliminate technology-related distractions while driving. Along with promoting national policies to encourage the use of ICT in enhancing road safety, we must also promote the development and use of intelligent transport systems.

These measures will not only help prevent traffic accidents but also improve efficiencies in traffic management as a means of combating the effects of climate change.

I am pleased to say that ITU has been developing standards for safe user interfaces and communication systems in vehicles designed to optimize driving performance by eliminating unsafe technology-related distractions.

ITU has also been leading worldwide efforts in developing state-of-the-art ICT standards for Intelligent Transport Systems and driver safety that utilize a combination of computers, communications, positioning and automation technologies, including in-car radars for collision avoidance.

The theme for WTISD 2013 "ICTs and improving road safety" will be taken forward in the years to come in partnership with the automotive sector and with automobile associations worldwide under the banner of the F.I.A. – the International Automobile Federation – with whom we will be working closely to meet one of the most urgent global challenges of our times.

I urge you to celebrate World Telecommunication and Information Society Day this year by paying particular attention to improving road safety by harnessing the power of ICTs.

Hamadoun I. Touré
ITU Secretary-General

সৌজন্যে:
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড SONALI BANK LIMITED উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ website : www.agranibank.org
জনতা ব্যাংক লিমিটেড উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার www.janatabank-bd.com
BASIC Bank Limited Serving people for progress A STATE OWN